দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন

বাংলাদেশ যে অভীষ্ট উন্নয়নের পথে আত্মবিশ্বাসের সহিত আগাইয়া চলিয়াছে—তাহা এখন বিশ্বস্বীকৃত। এই অগ্রযাত্রাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের যে কোনো বিকল্প নাই—তাহাও তর্কাতীত। তবে উদ্বেগের বিষয় হইল, এই ব্যাপারে নীতিনির্ধারক মহলের সদিচ্ছার কোনো অভাব না থাকিলেও যে-কয়টি বিষয় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের পথে বরাবরই পর্বতপ্রমাণ বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তন্মধ্যে শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়া, শিক্ষার নিরানন্দ পরিবেশ এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে অন্যতম। এইসব বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু গবেষণা হইয়াছে। প্রণীত হইয়াছে মূল্যবান অনেক সুপারিশমালা। সে অনুযায়ী বেশকিছু পদক্ষেপও নেওয়া হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ফলাফল এখনো খুব একটা আশাব্যঞ্জক বলা যাইবে না। এই প্রেক্ষাপটে গত বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬-এর উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কথা বলিয়াছেন। শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়া রোধে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আগাইয়া আসার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সমাজের সামর্থ্যবান বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ এবং শিক্ষক ও অভিভাবকগণ আগাইয়া আসিলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত মান অর্জন যেমন সহজতর হইবে, তেমনি জাতি হিসাবে আমাদের আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সুর ও সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা প্রেরণাসঞ্চারী শুধু নহে, অত্যন্ত সময়োচিতও বটে।

প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের জন্য 'মিড ডে মিল' বা দুপুরের খাবারের কথাও বলিয়াছেন। বিষয়টি কিছুটা প্রতীকীও বলা যায়। শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ যে দারিদ্র্য—তাহা সুবিদিত। সহজেই অনুমেয় যে, খাবারের নিশ্চয়তা থাকিলে স্কুলে শিশুদের উপস্থিতি যেমন বৃদ্ধি পাইবে, তেমনি দরিদ্র পরিবারের এইসব শিশুর অপুষ্টির অভাবও কিছু পরিমাণে দূরীভূত হইবে। সেই লক্ষ্যে মূলত দাতানির্ভর নানা উদ্যোগও নেওয়া হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে। তবে একাধিক গবেষণায় ইহাও সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, দারিদ্র্যই ঝরিয়া পড়ার একমাত্র কারণ নহে। বরং দেখা গিয়াছে যে, নিম্নমানের শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার নিরানন্দ পরিবেশ ও পরীক্ষাভীতি এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার অভাব—প্রভৃতির অবদানও এই ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিবার মতো নহে। সর্বোপরি রহিয়াছে শিক্ষক নিয়োগ হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা। ফলে সরকারের একান্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার ভিত শক্ত করা সম্ভব হইতেছে না। এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রী যে আহ্বান জানাইয়াছেন—তাহা নিঃসন্দেহে খুবই মূল্যবান। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের কাজটি খুবই কঠিন এবং সরকারের একার পক্ষে তাহা কখনোই সম্ভব নহে। সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী ও সামর্থ্যবান মানুষেরা আগাইয়া আসিলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত মানোন্নয়ন অবশ্যই সম্ভব। তবে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয় বলিয়া যে পুরনো প্রবাদটি প্রচলিত আছে তাহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। অতএব, সকলের সহযোগিতার অর্থ যাহাতে কোনোভাবেই সম্মিলিত ও যথেচ্ছ হস্তক্ষেপের মতো বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া না দাঁড়ায়—তাহাও নিশ্চিত করিতে হইবে বৈকি।